(জাহিদের এই চিঠি টি ব্যক্তিগত ছিল,কিন্তু আমি তার অনুমতি নিয়ে ছাপিয়ে দিলাম সাত রং এর পাঠকদের জন্য। জাহিদের সাথে আমি একমত। স্বাধীনতা পরবর্তি প্রজন্মের কাছে ৭১ সত্যি এক ধাঁধাঁ ! মাত্র চৌত্রিশ বছরে ইতিহাস কে এত টাই বিকৃত করা হয়েছে,যা থেকে সত্য সন্ধানী মানুষ ছাড়া সত্য খুঁজে পাওয়া প্রায় দুষ্কর । তাই আজ সময় এসেছে দলবাজি বাদ দিয়ে প্রকৃত সত্য কে আবিষ্কার করা। নিরপেক্ষতা মানে ভারসাম্য বজায় রাখার ভ্রান্ত নীতি নয়,সত্যের প্রতি সৎ থাকাই প্রকৃত নিরেপেক্ষতা। অন্তত আমি তাই মনে করি। পাঠক দের কাছ থেকে এই চিঠির বিষয়ে মতামত আহ্বান করছি। ......নন্দিনী হোসেন)

প্রিয় দিদি,

দিদি বিজয় দিবস উপলক্ষে কিছুলিখতে বলেছিলেন “সাতরঙ্গে”। গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ। এর কোনটিই পাঠাতে পারলাম না তাই আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। কিন্তু এ চিঠিতে নতুন প্রজন্মকে ৭১ ও ৭১ পরবর্তি ইতিহাস জানাবার ব্যাপারে আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটি অভিমত আপনাকে জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৩ যুগ আর আমি পৃথিবীতে এসেছি প্রায় ২ যুগ আগে। তাই স্বাভাবিক ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন বা পরবর্তি সময়ের ঘটনা বা ইতিহাস জেনেছি সংবাদপত্র বা বই পড়ে অথবা মায়ের মুখে যুদ্ধ কালিন সময়ের কিছু ঘটনা থেকে। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় প্রত্যেক শ্রেনীতে একজন করে বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধার জীবনী পড়ানো হতো তাই পড়ে তাদের জন্য মনে খুব গর্ব হতো। ১৯৯০ এর দশকে বি,এন,পির শাসন আমলে যখন স্কুলের বইতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হতো তখন থাকতো জিয়ার বন্দোনা, লীগের শাসনামলে মুজিব বন্দোনা। তাতে কখনোই উঠে আসে নি প্রতিটি বাঙ্গালীর নিজ নিজ অবস্থানে থেকে যুদ্ধের কথা, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের প্রান দানের কথা বা উঠে আসে নি ৭১ এর সেই সব ঘাতক দালালদের কুকর্ম ও আজকের বাংলাদেশে তাদের অবস্থানের কথা। শুধুপাঠ্যবই কেন খুব কম সংখ্যক বইয়ের লেখক কোন দলের পদলেহন না করে নিরপেক্ষ্য দৃষ্টি কোন থেকে ৭১ ও এর পরবর্তি সময়ের ঘটনা বলী ও

বিভিন্ন রাজনৈতিক চরিত্রের কাজ সমূহ বিশ্লেষন করেছেন। ৭১ ও ৭১ পরবর্তি ইতিহাস আমাদের কাছে এতোটাই ঘোলাটে হয়ে ধরা দিয়েছিল যে আমি দেখেছি এবিষয়ের উপর লিখিত বই পত্র পড়তে আমার বয়সি অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আমি বহু খুঁজা খুঁজির পর আমার বন্ধু অনন্তের কাছ থেকে পাই আহমেদ শরীফ সম্পাদিত "৭১ এর ঘাতক দালালেরা কে কোথায়" বইটি। আপনি বইটি পড়েছেন কি? বইটিতে খুবি নিরপেক্ষ দৃষ্টি কোন থেকে ৭১ এর গোলাম আজম,নিজামি মতো ঘাতক থেকে শুরু করে সা ক া চৌধুরি- আনোয়ার জাহিদের মতো দালালদের ভূমিকা, ৭১ পরবর্তি সময়ে সেই সব ঘাতক দালালদের পুনর্বাসনে শেখ মুজিব, জিয়া ও এরশাদ সরকারের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। আসলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখার জন্য আহমেদ শরীফের চেয়ে যোগ্য লোক পাওয়া দুস্কর, কারন তিনি কোন রাজনৈতিক দলেরি প্রিয় পাত্র ছিলেন না। দুঃখ জনক হলেও সত্যি এই বইটি এখন বাজারে পাওয়া যায় না। হুমায়ুন আজাদের "আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম" বইটিতে ও লেখক স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ের বিভিন্ন সরকারের ভূমিকা তুলে ধরেছেন খুবি নিরপেক্ষ ভাবে। আমি মনে করি ,নতুন প্রজন্মের কাছে ৭১ ও ৭১ পরবর্তি ইতিহাস তুলে ধরতে তাদের হাতে আহমেদ শরিফ সম্পাদিত "৭১ এর ঘাকত দালালেরা কে কোথায়" ,হুমায়ুন আজাদের "আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম" বই দুটি তুলে দিতে হবে,তবে তারা জানতে পারবে প্রকৃত সত্য।

দিদি, চিঠিতে আপনার জন্যে দাউদ হায়দারের "ভাবো, রক্তবীজ" কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন তুলে দিলাম। একটা কবিতার কয়েকটি পংতি একটা দীর্ঘ প্রবন্ধের চেয়েও যে অনেক বেশি শক্তশালি চিত্র তুলে ধরতে পারে তার প্রমান এই কয়টি লাইন, কবিতাটি বাংলাদেশের করুন অবস্থার চিত্রটি উঠে এসেছে -

<u>ভাবো, রক্তবীজ</u>

কোথায় চলেছে দেশ?

ভাবো প্রতিদিন বিভীষিকাময়,
প্রতিদিন বধ্যভূমি
প্রতিদিন হত্যার জালিয়ানওয়ালাবাগ

ভাবো, রাজ্য শিরে রাজাকার-বৃহ্য
স্বাধীনতা
ভাবো, গলিত শবের পাশে সাজাচ্ছ
নৈবেদ্য

ভাবো, মাটি খুঁড়ছ নিজের কবরের
ভাবো, এই তোমার আজন্ম বাংলা

ভাবো, কোথায় যাচেছ দেশ?

ভালো থাকুন। "সাতরং" আরো রঙ্গিন হোক, হোক প্রথা বিরোধী।

জাহিদ রাসেল
১২ই ডিসেম্বর, ০৫